PRINT

সমকাল

মধ্যরাতে ছাত্রলীগের দু'পক্ষে সংঘর্ষ, উত্তপ্ত জাবি

আহত অর্ধশতাধিক

১০ ঘণ্টা আগে

জাবি প্রতিনিধি

এক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করা নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) আল বেরুনী হল ও মীর মশাররফ হল শাখা ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে দুটি হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, গোলাগুলি ও অগ্নিসংযোগে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত অন্তত ১৫ জনকে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে আল বেরুনী হলসংলগ্ন চৌরঙ্গী এলাকায় মীর মশাররফ হোসেন হলের একজন ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলের তিন শিক্ষার্থী গান গাইছিলেন। তারা ৪৫তম আবর্তনের শিক্ষার্থী। এ সময় এক ছাত্রী আল বেরুনী হলের তার কিছু সহপাঠীকে ডেকে এনে তাদের কাছে ওই চারজনের বিরুদ্ধে 'ইভ টিজিং'য়ের অভিযোগ করেন।

এ নিয়ে ওই চার শিক্ষার্থী ও ছাত্রীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে আল বেরুনী হলের শিক্ষার্থীরা ওই চারজনকে মারধর করেন। এতে মীর মশাররফ হোসেন হলের এক ছাত্র গুরুতর আহত হন। তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মীর মশাররফ হোসেন হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা ভিড় জমায়। একপর্যায়ে মীর মশাররফ হোসেন হল থেকে অর্ধশতাধিক উত্তেজিত ছাত্রলীগ কর্মী ক্রিকেট খেলার স্টাম্প ও লাঠিসোটা নিয়ে আল বেরুনী হলের দিকে রওনা দেয়। এরপর রাত ১২টার দিকে আল বেরুনী হলের সামনে দুই হলের ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। উভয় হলের কর্মীরাই বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম আবু সুফিয়ান চঞ্চলের অনুসারী। এ সময় মীর মশাররফ হোসেন হলের ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্য থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। দুই গ্রুপের মধ্যে চলে ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি। মীর মশাররফ হোসেন হলের ৪৪তম আবর্তনের নৃবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র খালিদের মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয় আল বেরুনী হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা। এ সময় চৌরঙ্গী, মেডিকেল সেন্টার, আল বেরুনী হল প্রাঙ্গণ, জীববিজ্ঞান অনুষদ- পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আল বেরুনী হলের সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এদিন অনেক ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থী হলটিতে অবস্থান করছিলেন। তারাও এ পরিস্থিতিতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা এবং শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এদিকে, ওই ঘটনার জের ধরে গতকাল বুধবার সকালে আল বেরুনী হলের সামনে অবস্থিত জীববিজ্ঞান অনুষদের গেটে মীর মশাররফ হোসেন হলের ছাত্রলীগ কর্মীদের বিচারের দাবিতে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সকাল ৯টা থেকে এ ভবনে প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল।

খবর পেয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও যথাযথ বিচারের আশ্বাস দিলে আল বেরুনী হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা তালা খুলে দেয়। এতে আধা ঘণ্টা পর প্রথম বর্ষের ভর্তিচ্ছুদের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়।

প্রক্টর সিকদার মো. জুলকারনাইন বলেন, এসব ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধির লঙ্ঘন ও ফৌজদারি অপরাধ। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিশ্চয়ই যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল রানা বলেন, এটি ছাত্রলীগকেন্দ্রিক কোনো সংঘর্ষের ঘটনা নয়। সাধারণ কিছু শিক্ষার্থীর তুচ্ছ একটি ঘটনা নিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়েছে। যারা এর সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান চঞ্চলও একই মন্তব্য করেন।

© সমকাল 2005 - 2018

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com